যুগোপযোগী দাওয়াহ

(আধুনিক যুগে দাওয়াত উপস্থাপনের কার্যকর পন্থা ও কৌশল)

ড. ইউসুফ আল কারজাভি (রহ.)
ভাষান্তর : মুহাম্মদ রাশেদ আবদুল্লাহ

গার্ডিয়ান
পা ব লি কে শ ন স

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নির্বাচিত রাসূলগণ, সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ এবং তাঁদের সুপথপ্রাপ্ত অনুসারীদের ওপর।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের টুইনটাওয়ার হামলার প্রসিদ্ধ ঘটনার পর অনেকেই লিখেছেন—বর্তমান যুগে, বিশেষত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী বলে এবং তাদের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান কেমন হওয়া দরকার, সে ব্যাপারে নতুনভাবে ভেবে দেখা উচিত!

এই ধরনের লেখার কিছু কথা যৌক্তিক ও সত্য। আবার কিছু কথা অযৌক্তিক ও ভুল। আর কিছু কথা যৌক্তিক হলেও সেগুলোর মতলব খারাপ!

যৌক্তিক ও সত্য কথার একটি হলো—আমাদের মধ্যকার কিছু ব্যক্তি এবং কতিপয় গোষ্ঠী বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন করে থাকে। প্রধানত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন মতাদর্শী, ভিন্ন চিন্তাচেতনাধারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ব্যাপারে।

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা যে, আমি যখনই লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছি, তখন থেকেই তিনি আমাকে বাড়াবাড়ি এবং সকল প্রান্তিকতার স্রোতের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করার তাওফিক দিয়েছেন।

বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন প্রকৃতির দাবিমতে অপছন্দনীয় এবং শরিয়ার দৃষ্টিতেও তা নিন্দনীয়। এখনকার সময়ে যেহেতু মানুষ দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছাকাছি চলে এসেছে; এমনকি সকল মানুষ একই জনপদবাসীর মতো হয়ে গিয়েছে, তাই এসব আরও বেশি নিন্দনীয়।

এ কথাও সত্য—নিত্যনতুন সৃষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান এবং ইজতিহাদ সম্পর্কে নতুন করে ভাবা দরকার। কেননা, আলিমগণ বলেছেন, (ফতোয়ার) মূল কারণ ও ভিত্তির পরিবর্তনের দরুন ফতোয়ায় পরিবর্তন আসা অপরিহার্য। তবে শরিয়ার স্থির, অপরিবর্তনীয় ও স্বীকৃত নীতিমালাকে উপেক্ষা করার অবকাশ নেই; যেগুলো স্থান-কালের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হয় না।

নতুন করে ভাবার ফলে কিছু কিছু বক্তব্যে পরিবর্তন আসতে পারে। বক্তব্যের ধরন বদলে যেতে পারে। একইভাবে কোনো বিষয়ের অগ্রাধিকার বিন্যাস পরিবর্তন হতে পারে।

এ কথাও সত্য—বহু একনিষ্ঠ মুসলিম আছেন, যারা কিনা এ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং এর প্রতি আহ্বান করেন। খোদ ইউরোপ-আমেরিকায়ও এমন মানসিকতার কিছু ভাই রয়েছেন, যাদের ঈমান ও দ্বীনদারির ব্যাপারে আমরা আশ্বস্ত এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাচেতনাও আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক।

ভুল আর বাতিল দাবিসমূহের একটি হলো—কিছু মানুষ এ দাবি করে, আমরা নিজেদের জন্য নতুনভাবে একটি ধর্ম গঠন করব, যার মধ্যে আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের চাহিদা অনুসারে আমরা সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে থাকব। সুতরাং আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন আনব এবং ধর্মীয় বিধিবিধান পালটে দেবো, যেন আমেরিকা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

কিন্তু তারা তো সন্তুষ্ট হওয়ার নয়। যতদিন না আমরা আমাদের ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হব, ততদিন তারা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ-

'(হে মুসলিমগণ) কিতাবিদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাদের অন্তরের ঈর্ষাবশত কামনা করে, যদি তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দিতে পারত!'[১]

আরেক আয়াতে তায়ালা বলেন—

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ-

'ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে।'[২]

কোনো কোনো আরব-ইসলামি দেশে তো ইতোমধ্যে এ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে—তারা 'উৎস নিঃসরণ' শিরোনামে ধার্মিকতার ইতিবাচক উৎসমূল তথা মুসলিম ব্যক্তিত্ব, মুসলিম মনন ও মুসলিম মানসিকতা গঠনকারী বিষয়াবলিকে রহিত করে দেবে। একজন মুমিনের অন্তরে ঈমানি শক্তি, সাহসিকতা, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার চেতনা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বিষয়ের বিলোপ সাধন করে যাচ্ছে।

বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত সকল দাওয়াতি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা ছাড়া আরও উৎসাহিত করেছে কুসংস্কার, কবর-মাজার ও তথাকথিত সুফিবাদসর্বস্ব ইসলামকে। কারণ, এ ইসলাম তাদের সম্পর্কে নির্লিপ্ত। কেননা, সর্বদা তারা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আর রাষ্ট্রের অনাচার-অবিচার ও বিচ্যুতির ব্যাপারে একেবারেই নীরব।

আমরা দ্বীনি দাওয়াতের সংস্কার, উন্নতি সাধন, দৃষ্টিভঙ্গি, ধরন, বিষয়বস্তু, বাহ্যিকরূপের দিক থেকে আরও সুন্দর এবং আরও উৎকৃষ্টরূপে তুলে ধরার বিষয়টিকে স্বাগত জানাই। মুসলিম তো সর্বদা সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্টতাকেই খুঁজে বেড়ায়।

এই সময়ে দ্বীনি দাওয়াতি পদ্ধতির পরিবর্তন আনার প্রতি যে অনবরত আহ্বান করা হচ্ছে, এর ভয়াবহতা সম্পর্কেও আমরা উম্মাহকে সতর্ক করতে চাই। বিশেষত, ওই কলম চালনাকারীদের

[১] সূরা বাকারা : ১০৯

[২] সূরা বাকারা : ১২০

থেকে, যাদের কাছে ধর্ম ও ধার্মিক জনগোষ্ঠী কোনো গুরুত্ব রাখে না। যাদের চিন্তাচেতনা কিংবা বাস্তব জীবনে আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাতের কোনো স্থান নেই। যারা আল্লাহর সন্তোষ-অসন্তোষের কোনো পরোয়া করে না; বরং তারা মার্কিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের মাধ্যমে কিছু পার্থিব অর্থ ও মর্যাদা লুফে নেওয়ার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ও যত্নবান।

এ সময়ে কিংবা এই উন্মত্ততার মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার মাঝে দুটি আশঙ্কা রয়েছে—

এক. এর দ্বারা অস্ত্রবল, ধনসম্পদ, বিজ্ঞান ও কূটনীতিতে সমৃদ্ধ মার্কিনশক্তির উপর্যুপরি চাপ ও পরিকল্পনার সামনে নতিস্বীকার করা হবে। সুতরাং আমাদের মধ্য থেকে যারা সাড়া দেওয়ার, তারা এতে ভয় আর আশা নিয়ে সাড়া দেবে। তখন আমাদের এমন একটি মার্কিন ইসলাম উপহার দেবে, যাতে আল্লাহ তায়ালার চেয়ে আঙ্কেল স্যামকে[৩] সন্তুষ্ট করার গুরুত্ব বেশি থাকবে।

দুই. এতে ধর্মদ্রোহী গোষ্ঠী নিজেদের আমদানিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও আরোপিত চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে পরিচালনা করার সুযোগ পাবে। তা ছাড়া সংস্কার ও অগ্রগতি সাধনের নামে এগুলো হবে ধর্মের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন। মোটকথা, আমরা দুটি স্রোতের ভয় করছি, যার একটি অন্যটির চেয়ে অধিক ভয়াবহ ও আশঙ্কাজনক। যেমন :

বাড়াবাড়ি, অতিরঞ্জন ও চরমপন্থার স্রোত

আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জন্য যে বিষয়গুলোকে প্রশস্ত রেখেছেন, তারা সেগুলোকে সংকীর্ণ করে দিতে ইচ্ছুক। আর যে বিষয়গুলো সহজ করে দিয়েছেন, তারা সেগুলোর ক্ষেত্রেও কঠোরতা আরোপ করতে আগ্রহী। সমগ্র বিশ্বকে তারা নিজেদের শত্রুরূপে দাঁড় করায় এবং সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; যদিও তারা মুসলিমদের সাথে সন্ধি ও চুক্তিবদ্ধ থাকে। মুসলিম বা অমুসলিম কাউকেই তারা বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়।

ধর্মের ব্যাপারে ছাড়াছাড়ি ও আদর্শবিচ্যুতির স্রোত

এ শ্রেণিটি প্রবৃত্তিকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। তারা কোনো মূলনীতির ধার ধারে না। শরণাপন্ন হয় না কোনো শরয়ি দলিলের। কোনো গ্রহণযোগ্য ইমামের অনুসরণও তারা করে না। ইসলামের ইমামদের ছেড়ে পাশ্চাত্যের নেতাদের অনুসরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সুতরাং আদর্শের দারস তারা পশ্চিমাদের থেকেই গ্রহণ করে, তাদের ওপর নির্ভর করে এবং দিনশেষে তাদের কথায়ই ওঠে-বসে।

তাই আলিম, দাঈ এবং মধ্যমপন্থার প্রতি আহ্বানকারীদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অস্থিতিশীল এই ফিতনার যুগে এবং সর্বদিক থেকে উম্মতকে আচ্ছন্ন করে নেওয়া ভীতিকর পরিবেশের মাঝেও নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে। পাশাপাশি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে এবং নিজেদের দাওয়াতকে বিস্তারিত আকারে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে তারা

---

[৩] আঙ্কেল স্যাম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদ্যক্ষর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বা দেশের একটি সাধারণ জাতীয় ব্যক্তিরূপ। যা ইতিহাস অনুসারে ১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল, সম্ভবত স্যামুয়েল উইলসনের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। মূলত এর উৎস হলো একটি কাহিনি থেকে। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আঙ্কেল স্যাম আমেরিকান সংস্কৃতিতে মার্কিন সরকারের একটি জনপ্রিয় প্রতীক এবং দেশপ্রেমিক আবেগের প্রকাশ।—সম্পাদক

সত্যের ওপর দৃঢ় ও অটল থাকবে এবং আল্লাহর মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা, এটা তাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللهَ-

'যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তাঁকেই ভয় করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তারা ভয় করে না।'[৪]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন—

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'এরপর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এক মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা ভেঙে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।'[৫]

একটি সন্দেহাতীত ও স্পষ্ট বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আর তা হলো—৪০ বছর বা ততোধিককাল যাবৎ আমাদের জন্য দ্বীনি দাওয়াত এবং ইসলামের বিধিবিধান এক ও অভিন্ন রয়েছে। এর মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসেনি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, তিনিই আমাকে নিজ অনুগ্রহে মধ্যমপন্থার পথ দেখিয়েছেন এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বনের তাওফিক দ্বারা ধন্য করেছেন। তখন আমি শরিয়ার যে বিধান গ্রহণ করেছিলাম, আজও আমাদের জন্য সে বিধানই প্রযোজ্য। আমি মনে করি, মধ্যমপন্থাই ইসলামকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে। আর আল্লাহ তায়ালা এই পন্থার প্রশংসা করে বলেছেন—

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا-

'এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থি উম্মত বানিয়েছি।'[৬]

মধ্যমপন্থার মূলকথা হলো—সকল জিনিসকে ইনসাফের সাথে পরিমাপ করা এবং তাতে কোনো ধরনের কমবেশি না করা; যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন—

وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ- اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ- وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ-

'আর তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন, তাতে তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন (এবং এ নির্দেশ দিয়েছেন) তোমরা পরিমাপে জুলুম করো না, ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রাখো এবং পরিমাপে কম দিয়ো না।'[৭]

---

[৪] সূরা আহজাব : ৩৯

[৫] সূরা বাকারা : ২৫৬

[৬] সূরা বাকারা : ১৪৩

[৭] সূরা আর-রহমান : ৭-৯

আমি এ গ্রন্থে যা লিখব, তা নতুন কিছু নয়। ৯/১১-এর ফলও নয়। যার ফলে পাঠক এতে আমার পুরোনো গ্রন্থাবলির অনেক উদ্ধৃতি দেখতে পাবেন। তবে নতুন বিষয় হলো—অনেক মুসলমান, যারা এতকাল মধ্যমপন্থার স্রোতের বিরোধিতা করে এসেছেন, তারাই আজ মধ্যমপন্থার দিকে আহ্বান করছেন এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। এমনকি কোনো কোনো শাসকও ইতঃপূর্বে এই মধ্যমপন্থার বিরোধিতা করেছেন এবং এর প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তারাও আজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করছেন এবং একে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন বোধ করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

> ‘মোদ্দাকথা, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলীর মালিক, পৃথিবীর মালিক এবং জগৎসমূহের মালিক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল গৌরব তাঁরই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।’[৮]

ভূমিকা শেষ করার পূর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমেরিকা ও পশ্চিমারা মুসলমানদের প্রতি এ আহ্বান জানিয়ে আসছে— তারা তাদের দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখুক। এই পরিবর্তন সাধনের জন্য তারা দৌড়ঝাঁপও করছে। কিন্তু কেউই তাদের প্রতি এ আহ্বান জানায় না, তারাও নিজেদের নীতিতে পরিবর্তন আনুক। খ্রিষ্টান ডানপন্থি দল, যা বর্তমান আমেরিকার নেতৃত্ব দেয় এবং এর রাজনৈতিক ছক আঁকে, এ দলটিও প্রান্তিকতার শিকার ও উগ্রবাদী।

জিমি কার্টার থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মার্কিন সকল প্রেসিডেন্ট ডানপন্থি দলের সমর্থক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ডানপন্থি উগ্রবাদকে পেশিশক্তির জোরে বাস্তব রূপ দান করেছে। সে তো এ কথাও বলেছে—‘আমার প্রভু আমাকে উসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাকে হত্যা করেছি। আমার প্রভু আমাকে সাদ্দাম হুসাইনকে মারার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তাকে মেরেছি।’

তার ভাবখানা এমন—যেন সে একজন নবি, যার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়! এ উগ্রবাদী ডানপন্থি দলটিই জালিম জবরদখলকারী জায়নবাদীদের জুলুম আর জবরদখলের পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে। সহিংসতা ও রক্তপাতের মাধ্যমে জবরদখলকৃত ভূমির সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চালানো জুলুম-নির্যাতনের পক্ষে সমর্থন, অর্থ, অস্ত্র ও ভেটো দ্বারা সহযোগিতা করছে।

এ সবকিছুই তারা নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে করছে। তাদের ধর্মই তাদের কাছে এ জুলুম, জবরদখল, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করার বিষয়টিকে সুশোভিত করে তুলেছে।

সুতরাং পাতি বুশ আর ডানপন্থিরা কেন নিজেদের সে দৃষ্টিভঙ্গি ও ইজতিহাদের ব্যাপারে ভেবে দেখে না, যা তাদের অপরাধ ও অপরাধীদের সমর্থন করার দিকে ঠেলে দেয়। ফিলিস্তিনিদের

[৮] সূরা জাসিয়া : ৩৬-৩৭

জানমাল, সন্তান-সন্ততি, ঘরবাড়ি, শস্যখেত; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপতিত কষ্ট ও মুসিবত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

একইভাবে ইহুদিদের প্রতি কেন আহ্বান জানানো হয় না—তারাও নিজেদের ধর্মীয় নীতির ব্যাপারে ভেবে দেখুক; যা তাদের ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের জবরদখল, ফিলিস্তিনবাসীকে তাদের ভূখণ্ড থেকে অন্যায়ভাবে উৎখাত করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিতাড়িত করতে এবং ফিলিস্তিনের অবশিষ্ট অধিবাসীকে ক্ষেপণাস্ত্র, জঙ্গি-হেলিকপ্টার ও ট্যাংক দ্বারা হত্যা করতে উসকে দেয়। আর এর ফলেই তারা নৃশংস, নির্দয়ভাবে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা বর্তমানে যা যা করছে, তাদের পূর্বপুরুষেরা বিগত ১৯ শতাব্দীকাল কেন করেনি, যখন রোমকরা তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে? কেন তাদের পূর্বপুরুষেরা হাজার বছর কল্পিত ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে উদাসীন ছিল; আর এই প্রজন্মেরই-বা কীভাবে সেই কল্পিত ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল?

যারা মুসলমানদের তাদের দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখার নসিহত করে, তাদের প্রতি আমি আশা করব—তারা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রতিও তাদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে ভেবে দেখার আহ্বান জানাবে। আর দাবি তুলবে তাদের প্রতি উপাস্যতা বর্জনের। এটাই বরং ন্যায়নিষ্ঠা ও সাম্যের দাবি।

আমরা বহুকাল আগে থেকেই দ্বীনি দাওয়াত ও ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে এসেছি। যদিও এটা আমাদের ধর্মের আহ্বানেই করেছি; জর্জ ডব্লিউ বুশ কিংবা অন্য কারও আহ্বানে নয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।

ইউসুফ আল কারজাভি
দোহা, কাতার

সূচিপত্র

দাওয়াত কি পরিবর্তনযোগ্য **২৩**
দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কী ২৩
যুগের পরিবর্তনের কারণে দ্বীনি দাওয়াতে পরিবর্তন আসে কি না ২৫
কুরআনুল কারিম : দ্বীনি দাওয়াত পরিবর্তনযোগ্য হওয়ার দলিল ৩০
দ্বীনের সংস্কারসাধন বৈধ ৩২
ইসলামি রেনেসাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করা ৩৪
কুরআনের ভাষায় দ্বীনি দাওয়াত ৩৫
দ্বীনি দাওয়াতের আদর্শ রূপরেখা ৩৭
বিশ্বায়নের যুগে দ্বীনি দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ৭৫
দাঈদের কর্তব্য ৯৩

আল্লাহকে বিশ্বাস করবে কিন্তু মানুষকে অস্বীকার করবে না **৭৭**

ওহির প্রতি ঈমান ও বিবেককে কার্যকর রাখা **৯৫**

বস্তুজগৎকে উপেক্ষা নয় : আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান **১১৯**
আধ্যাত্মিকতার মর্ম ১২০
বস্তুজাগতিক দিককে উপেক্ষা না করা ১২৫
পৃথিবীকে আবাদ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ১২৫
ভালো সম্পদ সৎ ব্যক্তির জন্য কতই-না উত্তম ১২৮
পবিত্র জিনিস ভোগ করা ১৩৪
শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া ১৩৬
দাঈদের কর্তব্য ১৩৮

ইসলামের প্রতীকী ইবাদতগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ **১৪১**
ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্ব এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি ১৪১
আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ইবাদতই আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ ১৪৩
নৈতিক চরিত্র এবং উন্নত গুণাবলি ঈমানের সুফল ১৪৬
ইসলামি নৈতিকতার ব্যাপকতা ১৫০
ইসলামি নৈতিকতা সর্বজনীন ১৫১
দাঈদের কর্তব্য ১৫৩

আকিদা-বিশ্বাসে গর্ববোধ : উদারতার সঙ্গে ভালোবাসা বিলানো **১৫৬**
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ১৫৯
দ্বীনি উদারতার বিশ্বাস ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ১৬১

অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নীতি ১৬৫
ভালোবাসার দাওয়াত ১৭০
দাঈদের কর্তব্য ১৭৪

বাস্তবতাকে উপেক্ষা নয় উন্নত জীবনাদর্শের প্রতি উদ্‌বুদ্ধকরণ ১৭৫

আনন্দ ও বিনোদন : ভুলে না যাওয়া অবিচলতার দাওয়াত ১৮৬

সর্বজনীনতা লালন : ভোলা যাবে না আঞ্চলিকতা ১৯৪
বিশ্বায়ন ও সর্বজনীনতা ১৯৮
আঞ্চলিক বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ২০১
দাঈদের কর্তব্য ২০৪

মৌলিকত্বকে আঁকড়ে ধরে যুগোপযোগী হওয়া ২০৬
যুগোপযোগিতার বৈশিষ্ট্য ২০৭
সংস্কারসাধন ২০৮
পরিবর্তনশীলতা ও অগ্রগতি ২১১
উপকরণে অগ্রগতি : লক্ষ্য হবে এক ও অপরিবর্তনীয় ২১২
দাঈদের কর্তব্য ২১২

অতীতকে না ভোলা : ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত ২১৪
কুরআন ও ভবিষ্যৎ ২১৪
নবিজি এবং ভবিষ্যৎ ২১৮
অতীত ভোলা যাবে না ২২১
দাঈদের কর্তব্য ২২৪

ফতোয়ার ক্ষেত্রে সহজতা এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুসংবাদনীতি ২২৫
ফতোয়াসংক্রান্ত বিষয়ে সহজতাকে প্রাধান্য দেওয়া ২২৫
মৌলিক নীতিমালা : নমনীয়তা পরিহার্য ২৩০
দাওয়াতের ক্ষেত্রে সুসংবাদনীতি গ্রহণ করা ২৩০
দাঈদের কর্তব্য ২৩২

ইসলামের নীতিমালাকে লঙ্ঘন না করে ইজতিহাদ ২৩৫
সামসময়িক বিষয়ে ইজতিহাদ করার রূপরেখা ও নীতিমালা ২৩৯
দাঈদের কর্তব্য ২৪৫

জিহাদকে সমর্থন; সন্ত্রাসকে না ২৪৭
প্রত্যাখ্যানযোগ্য সন্ত্রাস এবং অপরিহার্য ত্রাস সৃষ্টি ২৪৭
সন্ত্রাস একটি বৈশ্বিক সমস্যা ২৫২
শরিয়াহসম্মত জিহাদ এবং তার মর্ম ২৫৩

জিহাদ ও কিতালের মাঝে পার্থক্য ২৫৩
জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৫৫
জিহাদের বিভিন্ন স্তর ২৫৫
দাওয়াত ও তাবলিগের জিহাদ ২৫৬
ধৈর্য ও অবিচলতার জিহাদ ২৫৭
জীবিকার জন্য চেষ্টা করাও জিহাদ ২৫৮
উম্মাহর বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলাও জিহাদ ২৫৯
সশস্ত্র যুদ্ধও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত ২৬০
ইসলামের সন্ধিপ্রিয়তা ২৬৫
দাঈদের কর্তব্য ২৬৭

নারী ও পুরুষের প্রতি সুবিচার ২৬৯

মানুষ হিসেবে ইসলাম নারীর প্রতি সুবিচার করে ২৭০
কন্যা হিসেবে নারী ২৭৭
স্ত্রী হিসেবে নারী ২৭৮
মা হিসেবে নারী ২৮৪
সমাজের অংশ হিসেবে নারী ২৮৫
দাঈদের কর্তব্য ২৮৬

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা ২৮৮

দাওয়াত কি পরিবর্তনযোগ্য

দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কী

দ্বীনি দাওয়াত পরিবর্তনযোগ্য কি না—আলোচনার পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার এখানে দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা মূলত কী উদ্দেশ্য?

আমার মতে দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা ওই বক্তব্য উদ্দেশ্য, যা অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়। আবার এ শিক্ষামালাও উদ্দেশ্য, যা মুসলিমদের ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সে অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্য উপস্থাপন করা হয়। চাই তা বিশ্বাস হোক কিংবা জীবনবিধান, ইবাদত হোক বা লেনদেন, চিন্তাচেতনা হোক বা জীবনাচার।

অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে—দ্বীনি দাওয়াত দ্বারা ওই বিধিবিধান ও শিক্ষামালা উদ্দেশ্য, যা মানুষ, মানবজীবন এবং বিশ্বের সমস্যাবলির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য পেশ করা হয়। চাই তা হোক ব্যক্তিগত সমস্যা বা সামাজিক সমস্যা; আধ্যাত্মিক সমস্যা বা জাগতিক সমস্যা; বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা বা আচরণগত সমস্যা। তা ছাড়া দ্বীনি দাওয়াতের বিশেষত্ব হলো—এটি সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী।

এ দাওয়াত ব্যক্তির জন্য; ব্যক্তির দেহ, বিবেকবুদ্ধি, আত্মা ও মননের জন্য। এ দাওয়াত পরিবারের জন্য; স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য। সমাজের সকল শ্রেণির জন্য; ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কের জন্যও এ দাওয়াত।

এ দাওয়াত অন্তর্ভুক্ত করে উম্মাহকে; উম্মাহর বিভিন্ন জাতি ও ভূখণ্ডকে। এখানে উম্মাহ দ্বারা উদ্দেশ্য—উম্মাতুল ইজাবা তথা ইসলামের আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী উম্মাহ। আল্লাহ যাদের মধ্যমপন্থি উম্মাহ বানিয়েছেন এবং এক উম্মাহ বলে গণ্য করেছেন।

এ দাওয়াত অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রকে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত কিতাব ও তুলাদণ্ড দ্বারা মানুষকে শাসন করবে, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, দ্বীনকে সুরক্ষা দেবে এবং ধর্মের আলোকে জগৎকে পরিচালনা করবে; কিন্তু দুনিয়ায় বড়োত্ব প্রকাশ করতে কিংবা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে চাইবে না।

ইসলামের দাওয়াত বিশ্বজনীন। ইসলাম বিশ্বকে দাওয়াত দেয়, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য। ইসলামের দাওয়াত খোদাভীতির কাজে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে। পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচার ও ঔদ্ধত্যের মোকাবিলা করে। পাশাপাশি ওই সকল নিপীড়িত দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, যারা নিজেদের প্রতাপশালীদের নিপীড়ন ও নিপীড়নকারীদের প্রতাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না।

ইসলামের দাওয়াত নিরেট দ্বীনি বিষয়ের; যার সম্পর্ক বিশ্বাস এবং অদৃশ্য বিষয়াবলির সাথে কিংবা ইসলামের প্রতীকী ইবাদতের সাথে। ইসলাম সব সময় নৈতিকতার কথা বলে; যার সম্পর্ক উচ্চ মূল্যবোধ, উৎকৃষ্ট গুণাবলি এবং উন্নত মানবিক আচরণের সাথে।

ইসলাম সামাজিক বিষয়াবলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং ইসলাম সমাজকে বস্তুবাদ, স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগবাদের অতল গহ্বর থেকে মুক্ত করে। সমাজ থেকে দারিদ্র্য, মূর্খতা ও রোগব্যাধি দূরীভূত করে। সমাজকে চারিত্রিক অধঃপতন, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে পবিত্র করে তোলে। এ ছাড়াও লক্ষ করলে দেখা যায়, এগুলোতে সাধারণত বস্তুবাদী সমাজগুলোই ডুবে থাকে।

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির প্রতি মনোযোগ দেয়। ইসলামি শিক্ষার আলোকে সেগুলোর সমাধান পেশ করে। সুতরাং ইসলামের দাওয়াত কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি ও অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; যেমনটি কিছু মানুষ বোঝাতে চায়।

সর্বজনীন হওয়ার বিবেচনায় ইসলামের দাওয়াতের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে। তাই যদি কোনো অপরিপক্ব ব্যক্তির হাতে এ দাওয়াতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়, যে কিনা এ দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বনের যোগ্যতা রাখে না। অর্থাৎ, যে দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেনি এবং যুগ ও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারেনি, এমন ব্যক্তি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং না জেনে নিজের মতো করে দাওয়াতি পরিক্রমা চালাবে। আর বলি হতে থাকবে আমাদের দুর্দশা-জর্জরিত সমাজ ও ইসলাম ধর্ম। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

দ্বীনি দাওয়াত উপস্থাপনের জন্য আধুনিক ও প্রাচীন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন : ভাষণ, বক্তৃতা, পাঠদান, মতবিনিময়, প্রবন্ধ, বইপুস্তক, সভা-সেমিনার, সরেজমিন গবেষণা, সাংবাদিক-তদন্ত, রেডিও-টেলিভিশন প্রোগ্রাম, নাট্যকর্ম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে গদ্য-পদ্য, লোক-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটকলিখন ইত্যাদির ব্যবহারও করা যেতে পারে।

একইভাবে সামসময়িক মিডিয়া বা ডিভাইস ব্যবহার করে ইন্টারনেট বা স্যাটেলাইট চ্যানেলে লিখিতভাবে কিংবা অডিও-ভিডিও আকারেও প্রচার করা যেতে পারে।

এ দাওয়াত কখনো আসে দীক্ষামূলক দাওয়াতের ভাষায়, কখনো আসে আইনের ভাষায়, আবার কখনো আসে বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের ভাষায়। তবে এক্ষেত্রে দাওয়াতের ভাষার প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং দ্বীনি দাওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এটাই মূল ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

যুগের পরিবর্তনের কারণে দ্বীনি দাওয়াতে পরিবর্তন আসে কি না

পূর্ববর্তী যুগসমূহে ইসলামের যে দাওয়াত ছিল, বিশ্বায়নের[৯] এ যুগে কি ইসলামের সে দাওয়াত পালটে যাবে? ইসলাম কি প্রতিটি যুগের জন্য আলাদা আলাদা দাওয়াত উপস্থাপন করে? দ্বীনি

[৯] বিশ্বায়নের মর্ম বোঝার জন্য দ্রষ্টব্য লেখকের গ্রন্থ *আল মুসলিমুন ওয়াল আওলামা*, পৃ. পৃ. ৯-১৭

দাওয়াত কি পোশাকের মতো যে, শীতকালের জন্য এক পোশাক আর গ্রীষ্মকালের জন্য ভিন্ন পোশাক! শহুরেদের জন্য এক পোশাক আর গ্রাম্য বেদুইনদের জন্য ভিন্ন পোশাক! এক পেশাধারীর জন্য এক পোশাক আর অন্য পেশাধারীর জন্য ভিন্ন পোশাক?

ইসলাম ধর্ম কি স্থির নয়? তাহলে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত কেন বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়? কেন তা বিচিত্র রূপ ধারণ করে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া আমাদের ওপর আবশ্যক।

উত্তর হলো—ধর্ম মৌলিক বিষয়াদি এবং আকিদা, ইবাদত, নৈতিকতা এবং বিধিবিধানসংক্রান্ত মূলনীতিগুলোর ক্ষেত্রে স্থির ও অপরিবর্তনীয়। তবে দ্বীনের শিক্ষাদান এবং দাওয়াতের কলাকৌশল পরিবর্তনশীল।

ইসলামের প্রখ্যাত ইমাম ও ফকিহগণের সিদ্ধান্তমূলক রায় হলো—স্থান-কাল, প্রচলন ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ফতোয়া পরিবর্তিত হয়। তা ছাড়া ফতোয়া তো শরিয়ার বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত। সে মতে স্থান-কাল, প্রচলন ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ইসলামের দাওয়াত ও বার্তায় পরিবর্তন আসাটা খুব স্বাভাবিক।

সুতরাং একজন মুসলিমকে যে দাওয়াত দেওয়া হবে, একজন অমুসলিমকে একইভাবে দাওয়াত দেওয়া হবে না।

একজন নওমুসলিমের সামনে যে দাওয়াত উপস্থাপন করা হবে, একজন প্রবীণ মুসলিমের জন্য সে দাওয়াত উপস্থাপন করা যাবে না।

পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামের অনুসারী একজন মুসলিমের জন্য যে দাওয়াত, একজন নীতিবিচ্যুত ও রবের অবাধ্য মুসলিমের জন্য সে দাওয়াত নয়।

দারুল ইসলামে বসবাসরত একজন মুসলিমের জন্য যে দাওয়াত, অমুসলিম সমাজে বসবাসরত একজন মুসলিমের জন্য সে দাওয়াত নয়।

যুবকদের জন্য যে দাওয়াত, বৃদ্ধদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

নারীদের জন্য যে দাওয়াত, পুরুষদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

ধনীদের জন্য যে দাওয়াত, দরিদ্রদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

শাসকগোষ্ঠীর জন্য যে দাওয়াত, প্রজাদের জন্য সে দাওয়াত নয়।

উপসাগরীয় অঞ্চল বা উচ্চ মিশরের কোনো জনপদ কিংবা পাকিস্তানের কোনো পল্লিতে দাওয়াতের ভাষা ও ধরন যেমন হবে, মহাকাশ চ্যানেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত দাওয়াতের ভাষা ও পদ্ধতি তেমন হবে না।

মানুষের পারস্পরিক দূরত্ব ও সংযোগ-বিচ্ছিন্নতার যুগে দাওয়াতের ধরন যেমন ছিল, যোগাযোগ বিপ্লবের মাধ্যমে পুরো বিশ্ব এক জনপদের রূপ ধারণ করার যুগে দাওয়াতের ধরন তেমন হবে না।

বিশ্বায়ন শব্দের এ অর্থটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, সমগ্র বিশ্ব কাছাকাছি এসে এক জনপদের মতো হয়ে যাওয়া।